দৈনিক জনকণ্ঠ

24

তারিখ ... SEP 09 1999 ...

অনিশ্চয়তা ও জটিলতার মুখে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রকল্প

আমরা গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার অধিবাসী। আমাদের থানায় কসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় তিন শ' বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়ে রয়েছে যাদের বয়স ৬-৭ বছরের মধ্যে। কোমলমনের এই শিশুরা স্বাভাবিক লেখাপড়া হতে বঞ্চিত হয়ে সকলেই অনিশ্চিত জীবনযাপন করে আসছে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোমলমতি শিশুদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সরকারী উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা থানাবাসী (বিভিন্ন গ্রামের) স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে থানা শিক্ষা অফিসারের বরাবরে আবেদন করি। থানা শিক্ষা অফিসার উক্ত আবেদনপত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর হতে প্রেরিত নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই ও বাছাই করে ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ইউনিসেফের অর্থায়নে ৮০০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য "নিবিড় জেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিয়াল প্রজেক্ট)"-এর কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং প্রকল্পটির অফিস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬তে অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের পর হতে এর কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কেননা আইডিয়াল প্রকল্পের অধীনে অদ্যাবধি কোন বিদ্যালয় স্থাপন হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থার অগ্রগতি জানার জন্য আইডিয়াল প্রজেক্ট-এর কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করলে সরকারী জটিলতা ও সংশ্লিষ্ট সচিবের একগুয়েমি এবং নীতিমালার অহেতুক পরিবর্তনের ফলে বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে জানা যায়। প্রকল্পটির আওতায় সারা দেশে ৮০০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রশাসনিক অনুমোদন থাকলেও প্রকল্প মেয়াদে কোন বিদ্যালয় স্থাপন হবে না বলেই তাদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে অবগত হই।

এ প্রশ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত আবেদন, আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন তথা কোমলমতি শিশুদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আশু ব্যবস্থা গৃহীত হোক এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশদানসহ শিক্ষানুরাগী বঞ্চিত শিশুদের রক্ষা করার বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হোক।

মোঃ হুমায়ন
গ্রাম+পোঃ-ননিক্ষীর, থানা ঃ মুকসুদপুর
জেলা-গোপালগঞ্জ।